পাবলো নেরুদা-র কবিতাগুচ্ছ

BANGLADARSHAN.COM

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

ভুলতে পারছি না

যদি আমাকে জিগ্যেস করো কোথায় ছিলাম
বলতে হবে ‘এই রকমই হয়’,
বলব পাথরে পাথরে ঢেকে-যাওয়া জমির কথা
থেকেও যে নিজেকে খুইয়ে ফেলে, সেই নদীর কথা বলব।
আমি শুধু জানি পাখিদের হারানো জিনিস,
পেছনে ফেলে-আসা সমুদ্র কিংবা আমার বোনের কান্না।
কেন আলাদা আলাদা এত অঞ্চল, কেন দিনের
পায়ে পায়ে দিন আসে? কেন কালো রাত
মুখের মধ্যে ঘনায়? মৃতের দল কেন?

কোথা থেকে এসেছি যদি জিজ্যেগ করো তাহলে ভাঙা জিনিসগুলোর
কথা আমাকে তুলতে হবে,
ভয়ানক তেতো তেতো সব হাঁড়িকুড়ি,
প্রায়শ পচা বিশাল বিশাল সব জানোয়ার,
বলতে হবে আমার ব্যথায় কাতর হৃদয়ের কথা।

পরস্পরকে কাটাকুটি করা স্মৃতি নয় সেসব
বিস্মৃতির রাজ্যে ঘুমিয়ে পড়া ছাইরঙা পায়রাও তারা নয়
চোখের জলে ভাসা সেসব মুখ,
গলায় তাদের আঙুল দেওয়া,
পাতার সঙ্গে টুপ টাপ খসে-পড়া,
একটি অতিক্রান্ত দিনের অন্ধকার,
যে দিনটিকে গিলিয়েছি আমরা আমাদের দুঃখী রক্ত।

দেখ ল্যাজঝোলা পাখি, দেখ বেগ্‌নে ফুল
যা কিছু আমাদের অসম্ভব ভাল লাগে
লম্বা ঝুলওয়ালা কার্ডের ছাপা ছবিতে যাদের দেখতে পাও
যার ভেতর দিয়ে বেড়িয়ে বেড়ায় সময় আর মাধুর্য।
কিন্তু এই দাঁতগুলো পেরিয়ে আর যেন আমরা ভেতরে না যাই

BANGLADARSHAN.COM

নৈঃশব্দ্যের জমানো খোলাগুলোর গায়ে যেন দাঁত না বসাই,
কেননা আমি কী উত্তর দেব আমি জানি না

কত যে মরেছে তার ইয়ত্তা নেই,
লাল রোদ্দুরে ছিন্নভিন্ন হয়েছে কত যে বাঁধ,
জাহাজের গায়ে ঠুকে গেছে কত যে মাথা,
চুম্বনের সময় গণ্ডি দিয়ে ঘিরেছে কত যে হাত,
এমনি আরও কত কিছু আমি ভুলতে চাই।

BANGLADARSHAN.COM

মিতালি

মাটিতে পড়ে-যাওয়া ধুলোমাখা চাহনিগুলো থেকে
কিংবা নিঃসাড়ে নিজেদের কবর দেওয়া পাতাগুলো থেকে।
আকস্মিকভাবে মৃত্যুমুখে পতিত দিনের অভাব নিয়ে, শূন্যতা নিয়ে
নিরালোক ধাতুগুলো থেকে।
হাতগুলোর শীর্ষে প্রজাপতিদের ঝিকমিক,
অপার দ্যুতিময় প্রজাপতিদের শূন্যে ঝাঁপ।

পরিত্যক্ত সূর্য যাদের গোধূলিতে গির্জাগুলোতে ছুঁড়ে দেয়
সেই ভাঙাচোরা প্রাণীদের পদচিহ্নের, আলোর পথরেখার
তুমি ছিলে প্রহরী।
চাহনিগুলোর ঈষৎ আভা নিয়ে, মৌমাছিদের সারবস্তু নিয়ে
তোমার অপ্রত্যাশিত প্রস্থানের ঝলক জাগানো উপাদান
সোনার সংসার সমেত দিনটির আগে যায় আর পরে আসে।

BANGLADARSHAN.COM

চোখ এড়িয়ে দিনগুলো থাকে ধরাছোঁয়ার বাইরে
তবে তোমার আলোর কণ্ঠস্বরে এসে যায়
হে প্রেমের নাগরী, তোমার প্রাণ-জুড়ানো কোলে
আমি স্থাপন করেছিলাম আমার স্বপ্ন, আমার কিছুতে কিছু
না বলার স্বভাব।

স্থানাভাবগ্রস্থ দিনগুলোর কোঁদলের পর
আর মন্থর মৃত্যু আর ফুরানো উদ্দীপনায় ঠাণ্ডা-হাওয়া
তোমার ক্ষীণাঙ্ক শরীর যখন
মাটির সীমানির্ধারক রাশির দিকে হঠাৎ নিজেকে ছড়াল,
আমি অনুভব করতে পারছি
তোমার বুকের দহন আর তোমার চুম্বনের সঞ্চরণ;
আমার স্বপ্নে কেবলি নতুন করে গিলছে।

কখনও কখনও তোমার অশ্রুর ভাগ্য উঁচুতে চড়ে
যেমন বয়স চড়াও হয় আমার কপালে, যেখানে
ঢেউগুলো আছড়াচ্ছে, মৃত্যুর অভিমুখে নিজেদের ভাঙছে
তাদের আন্দোলন আর্দ্র, হতাশায় ম্রিয়মাণ, চূড়ান্তভাবে শেষ॥

স্বপ্নের পক্ষিরাজ

নিরর্থক, আর্শিতে নিজেকে নিজে দেখা,
সপ্তাহের আর ছবির আর কাগজের আহ্লাদ নিয়ে,
আমি আমার হৃৎপিণ্ড থেকে নরকের পালের গোদাকে
টান মেরে ফেলে দিই,
বাক্যের মধ্যে অনিশ্চিতভাবে বিষণ্ণ বাক্যগুলোকে আমি সাজাই।

এখান থেকে সেখানে ঘুরে বেড়াই, মোহগুলো নিজের করি,
কথা বলি বাবুইদের সঙ্গে তাদের বাসায় গিয়ে;
তারা, প্রায়ই, নিরুত্তাপ আর সর্বনাশের গলায়
গান গায় আর মোহগুলো চটিয়ে দেয়।

আকাশে ছড়িয়ে আছে এক বিস্তৃত দেশ
রামধনুর তন্ত্রমন্ত্রের কাঁথা
আর রাত নিশুতির গাছপালা নিয়ে:
সেখানে আমি যাই, ক্লান্তি একটু থাকে না তা নয়,
এক রকম সহ্য কবর-দেওয়া ওল্টানো মাটিতে পা ফেলে ফেলে
গিয়ে আমি সেই আচাভুয়ো উদ্ভিদ্‌কূলের গাছপালার মধ্যে স্বপ্ন দেখি।

যেন আমি মৌলিক জিনিস এবং নিরানন্দ সত্তা
এমনিভাবে সেজে ব্যবহৃত দলিলপত্রের মধ্যে, উৎপত্তির মধ্যে হাঁটি;
আমি ভালবাসি ভক্তিশ্রদ্ধার নিঃশেষিত মধু,
সেই সুমিষ্ট কথামৃত যার পাতায় পাতায়
ঘুম যায় বুড়ো-হয়ে-যাওয়া রং-ওঠা বেগ্‌নে ফুল,
আর ঝাঁটাগুলো, সাহায্যের সঞ্চালক,
তাদের চেহারায়, সন্দেহ নেই, আছে দুঃখ আর নিশ্চয়তা,
আমি তছনছ করি শিটি-মারা গোলাপ আর ভাবে বিভোর ব্যাকুলতা;
আমি ছিন্নভিন্ন করি দুদিকেরই আদর-পাওয়া চরম: আর তার ওপর
আমি আছি ব্যতিক্রমহীন, অপরিমেয় সময়ের অপেক্ষায়:
আমার আমি-র মধ্যেকার এই আহ্লাদ আমাকে ম্রিয়মাণ করে।

BANGLADARSHAN.COM

এসে হাজির হয়েছে কী একটা দিন! কী নিবিড় দুগ্ধধবল আলো,
বাসবোনা, অখণ্ড, কার মুখ দেখে উঠেছি আজ!
আমি শুনেছি তার রাঙা ঘোড়ার হ্রেষা,
নিরাবরণ, নালবিহীন আর ভাস্বর।

তাকে নিয়ে আমি গির্জার মাথার ওপর উড়ে যাই
সৈন্যদের পরিত্যক্ত ব্যারাকের পাশ দিয়ে টগবগিয়ে চলে যাই,
আর এক অশুচি পল্টন আবার পিছু নেয়।
তার ইউক্যালিপ্টাস চোখ লুট ক'রে নেয় ছায়া,
তার ঘণ্টাতুল্য দেহ টগবগিয়ে চলে যায় আর সপাং সপাং ক'রে মারে।
আমার চাই অবিচ্ছিন্ন উজ্জ্বলতার একটা বিদ্যুতের ডোরা,
আমার দায়ভাগ নেবার জন্যে ইষ্টিকুটুম্বের একটি উৎসব॥

BANGLADARSHAN.COM

একত্ব

কাছাকাছি ঘেঁষে, ঐক্যভাবে, স্থিতধী হয়ে অন্তর্দেশে কিছু নিহিত আছে,
যে কেবলি তার সংখ্যার, তার পরিচয়জ্ঞাপক চিহ্নের
পুনরাবৃত্তি ক'রে চলেছে।
তাকে পাথরেরা দেখায় সময়ের হাতের স্পর্শ,
তাদের সূক্ষ্ম শরীরে বয়সের কেমন একটা গন্ধ,
লবণাক্ত আর স্বপ্নময় সমুদ্রবাহিত জলে।

আমাকে ঘিরে এক এবং অভিন্ন বস্তু, মাত্র একটিই গতি,
খনিজের ভার, গাত্রচর্মের চেকনাই,
রাত্রি কথাটির ধ্বনিটিকে ধরে রয়েছ:
মসি গোধুমের, হাতির দাঁতের, চোখের জলের
জিনিস চামড়ার, কাঠের, পশমের
বয়স হয়ে যাওয়া, অস্পষ্ট হয়ে যাওয়া, সব এক রকম,
দেয়ালের মত আমার চার পাশে একাকার হয়ে যায়।

BANGLADARSHAN.COM

আমি সেই আমারই টুঁটি টিপে ধ'রে কাজ করি,
আমি সেই আমারই চারদিকে পাক খাই,
মৃত্যুকে বেড় দেয় যেন একটা দাঁড়কাক, বিয়োগবিধুর এক দাঁড়কাক।
আমি নিগূঢ় হয়ে ভাবতে থাকি, ঋতুচক্রের বিস্তারের মধ্যে আমি বিচ্ছিন্ন,
নিঃশব্দ ভূগোলে পরিবৃত আমি রয়েছি নাভিতে:
আকাশ থেকে খসে পড়ে তাপমাত্রার একটি খণ্ড,
বিহ্বল একত্বগুলোর এক চূড়ান্ত রকমের সাম্রাজ্য
গড়ে উঠছে সর্বতোভাবে আমাকে ঘিরে॥

রুচি

ভুয়ো জ্যোতিষশাস্ত্রের জন্যে কতকটা মড়াকান্না-জোড়া লোকাচারের জন্যে
যার গায়ে থাকে অবিনশ্বতার পোশাক, এবং যার অনুষ্ঠান
রাস্তার ধারে না হয়ে যায় না,
আমি মনে মনে একটা টান পড়িয়ে রেখেছি, তাতেই আমার
একমাত্র রুচি।

ফেলে-দেওয়া আসবাবের মতন জীর্ণ বাক্যালাপের ওপর আমার টান,
যে আছে চেয়ারের নতজানু ভাব নিয়ে, যার মুখের কথাগুলো
গৌণ ইচ্ছার গোলাম হয়ে খিদ্‌মত করতে ব্যস্ত,
যার ভেতর রয়েছে দুধের, অতিক্রান্ত সপ্তাহের,
নগরশীর্ষে শৃঙ্খলিত বায়ুমণ্ডলের বশ্যতা।

কে পারে আর এর চেয়ে শরীরী তিতিক্ষার বড়াই করতে?
বিচক্ষণতা আমাকে জড়িয়ে রাখে
সাপের মত রং-ফেরানো একটা আঁটসাট চামড়ায়:
হায়, মাত্র এক চুমুক মদেই আমি এই-দিনটিকে বিদায় ক'রে দিতে পারি
এক রকমের এই পৃথিবীর অনেক দিন থেকে যে দিনটিকে
আমি বরণ করে নিয়েছিলাম।

সামান্য রঙের সারাৎসারে ভরপুর হয়ে আমি বেঁচে থাকি, চুপচাপ
বুড়ি মা-র মত, এক দৃঢ়বদ্ধ তিতিক্ষা
গির্জার ছায়ার মত কিংবা হাড়গুলোর জুড়িয়ে যাওয়ার মত।
এই জলরাশির সুগভীর দাক্ষিণ্যে আমি ভ'রে উঠি।
এইভাবে আপাদমস্তক সজ্জিত হয়ে, বিষণ্ণ নিবিষ্টতার মধ্যে আমি
ঘুমিয়ে পড়ছি।

আমার গীটারসদৃশ অন্তর্দেশে একটা প্রাচীন সুর আছে,
যা নিরস আর ভরাট যা নিত্য, যা নিশ্চল,
যেন এক বিশ্বস্ত প্রাণরস, ধোঁয়ার মত;
এক নিবৃত্ত মৌল, এক জিয়ন্ত তেল:
এক আচারনিষ্ঠ পাখি আমার চুলের যত্ন নেয়:
এক অপরিবর্তনীয় দেবদূত বাস করে আমার তরবারির মধ্যে॥

BANGLADARSHAN.COM

কাব্যকৃতি

এদিকে ছায়া ওদিকে বিস্তার, এদিকে গড়রক্ষী ফৌজ
ওদিকে কুমারী মেয়ের দল,
মাঝখানে সৃষ্টিছাড়া হৃদয় আর সর্বনাশা স্বপ্ন বুকে নিয়ে,
গেল-গেল রবে পাংশু, বিনষ্ট কপাল,
আর জীবনের প্রত্যেকটি দিনের জন্যে একজন কুপিত
মৃতদার পুরুষের হা-হুতাশ নিয়ে,
হায় আমার ঘুমচোখে পান-করা চক্ষুর অগোচর প্রতি ফোঁটা জলে,
আর কানে-আসা সমস্ত শব্দে, কাঁপতে কাঁপতে,
আমার সেই একই বিমনা তৃষ্ণা আর সেই একই ঠাণ্ডা জ্বর,
সদ্যোজাত এক শ্রুতি, এক কূটিক যন্ত্রণা,
যেন এখুনি এসে পড়বে হয় চোরের দল নয় ভূতের পাল,
এবং মোক্ষম আর গভীর পরিসরের একটা পোলার মধ্যে,
এক অবমানিত পরিচারকের মত, একটু ফেঁসফেঁসে ঘণ্টাধ্বনির মত,
যেন এক লক্কড় আয়না, যেন একটা পরিত্যক্ত বাড়ির গন্ধ
যে বাড়িতে ভাড়াটেরা রাতের বেলায় ঢোকে একেবারে বেহেড হয়ে,
আর মেজের ওপর ইতস্তত বিক্ষিপ্ত বাসি কাপড়ের গন্ধ, আর
ফুলের কোনো পাট না থাকা।
নাকি অন্যভাবে, এর চেয়ে কম বিমর্ষভাবে, হয়তো বলা যায়–
কিন্তু, আদতে দাঁড়াল, অকস্মাৎ, আমার পাঁজরে ঘা-মারা হাওয়া,
আমার শোবার ঘরে একে একে এসে পড়া অশেষ মোটা রকমের রাত্রি,
বলিদান নিয়ে জ্বলন্ত যে দিন তার হৈ চৈ,
আমার মধ্যে যতটুকু ঋষিদৃষ্টি আছে তারা চাইছে, ম্লান মুখে,
আর নানা বস্তুর একটা ঠোকাঠুকি চলেছে কিন্তু তাদের ডাকে
কোনো সাড়া মিলছে না,
এক ক্ষান্তিহীন আন্দোলন, আর নাম নিয়ে এক বিভ্রাট॥

BANGLADARSHAN.COM

আবার শরৎ

ঘণ্টাগুলো থেকে লুটিয়ে পড়ে একটা শোকগ্রস্ত দিন,
যেন কোনো অস্পষ্ট বিধবার বেপথু পোশাক,
একটা রং, মাটিতে মুখ গোঁজা
চেরীর স্বপ্ন,
জল আর চুম্বনের রং পাল্‌টে দিতে
বিরামহীনভাবে ফিরে আসা ধোঁয়ার রেখা।

আমি ঠিক বোঝাতে পারছি কিনা জানি না, মাথার ওপর থেকে
রাত্রি যখন ঘনায়, যখন একা কবি
জানলায় শুনতে পায় শরতের ধাবমান অশ্বদলের খুরধ্বনি
আর পদদলিত ভয়ের পাতার মর্মর তাদের ধমনীতে,
আকাশে কী যেন কী, ষাঁড়ের আকাঠ জিভের মত,
কী যেন কী আকাশ আর আবহের সংশয়ে।

BANGLADARSHAN.COM

যেখানকার জিনিস সেখানে ফিরে যায়,
যে না হলে চলে না সেই উকিল, কাজ করার হাতগুলো,
গাড়ির তেল, মদের বোতল,
বেঁচে থাকার সমস্ত চিহ্ন, সর্বোপরি বিছানাগুলো
রক্তাক্ত তরলে ভরে আছে, নোংরা কানগুলোতে লোকে
ঢেলে দিচ্ছে তাদের গোপন কথা,
আততায়ীরা সিড়ি দিয়ে নামছে।
তবু ঠিক এ নয়, পুরনো সেই টগবগিয়ে চলা
কম্পমান তবু চিরায়ত সেই থুত্থুরে শরতের ঘোড়া।

পুরনো শরতের আছে লাল দাড়ি
আর তার দুগাল ঢেকে আছে বিভীষিকার ফেনায়
আর তার পিছু নেওয়া হাওয়ার গড়নটা সমুদ্রের
আর তার গায়ে গোর দেওয়া পচনের খোশবু।
আকাশ থেকে রোজ নেমে আসে এক পাঁশুটে রং,
পায়রাদের ছড়াতে হয় তা জমির এ মুড়ো থেকে ও মুড়ো:

চোখের জল আর ভুলে যাওয়ায় পাকানো হয় যে দড়ি,
ঘণ্টাগর্ভে বছরের পর বছর সুপ্ত ছিল যে সময়,
সব কিছু,
পোকায়-খাওয়া জীর্ণ কাপড়, তুষার আসতে দেখা রমণীর দল,
না ম'রে যা কেউ ধারণায় আনতে পারে না সেই কালো আফিমের
ফুল,–
সব কিছু আমার উদ্যত হাতে এসে পড়ে
বর্ষণের মধ্যে॥

BANGLADARSHAN.COM

কয়েকটা জিনিস বুঝিয়ে দিচ্ছি

তোমরা জানতে চাইবে: তো কোথায় সেই নীলগাছের ফুল?
আর অফিম ফুলে আবৃত নিগূঢ় তত্ত্ব?
আর অনেক সময় কানের কাছে ঘ্যানর ঘ্যানর করা সেই বৃষ্টি
যে তার কথাগুলো কোটরে কোটরে আর পাখিতে পাখিতে
ভরিয়ে রাখত?

আমার যে কী হয়, দাঁড়াও, আমি তোমাদের বলছি।
আমি থাকতাম
মাদ্রিদের এক উপকণ্ঠে, যেখানে ঘণ্টা ছিল,
ঘড়ি ছিল, গাছ ছিল!

সেখান থেকে দেখা যেত
কাস্তিলার শুক্‌নো মুখ
চামড়ার সমুদ্রের মত

BANGLADARSHAN.COM

আমার বাড়িটাকে বলা হত
ফুলবাড়ি, সব জায়গায় বকফুল
ফুটে থাকত ব'লে: বাড়িটা
বড় সুন্দর,
বাড়িময় কুকুর আর বাচ্চাকাচ্চা।

রাউল, তোর মনে পড়ে?
তোর মনে পড়ে, রাফায়েল?
ফেদেরিকো, তোর মনে পড়ে
মাটির তলা থেকে,
মনে পড়ে আমার বাড়িময় সেইসব অলিন্দ
যেখানে জুন মাসের আলোয় তোর হামুখের ফুলগুলো ডুবে যেত?
ভাই, ও ভাই!

সব
দরাজ গলা, বেচাকেনার রসকষ,
বুকের মধ্যে হাঁচর-পাঁচড়-করা রুটির তালগোল,

আমার আরগুয়েলের সেই শহরতলির হাটে
মাছপট্টির মাঝখানে দোয়াতের মত পাথরের মূর্তি
তেল পৌঁছুত পলায়,
হাত আর পায়ের
বিস্তর হট্টগোলে ভ'রে উঠত রাস্তা,
এইটুকু মাপে, এইটুকু ওজনে অসম্ভব তাৎপর্য পেত
জীবন,
গাদা করা মাছ,
নিস্তাপ সূর্য নিয়ে, ছাদগুলোর যে বুনট, তার মধ্যে
বাণমুখ ক্লান্তি ধরায়।
আলুর আত্মহারা চিকন গজদন্ত আভা,
আসমুদ্র টমেটোর পুনরাবৃত্তি।

একদিন সকালে কী হল, হঠাৎ সব কিছু লী লী ক'রে জ্বলে উঠল:
একদিন সকালে
টপাপট জীবন গিলতে গিলতে
মাটি থেকে বেরিয়ে এল দাবানল,
আর তখন থেকে আগুন,
গুলিবারুদ সেই তপন থেকে,
আর তখন থেকে রক্ত।

উড়োজাহাজ আর মুরদের নিয়ে ডাকাতের দল,
আংটি আর বেগমসাহেবাদের নিয়ে ডাকাতের দল,
আশীর্বাদকের ভূমিকায় কালো কাপড়ের সন্ন্যাসীদের সঙ্গে নিয়ে
ডাকাতের দল
আকাশ থেকে পড়ল শিশুদের খুন করার জন্যে
আর রাস্তায় রাস্তায় শিশুদের রক্ত
বয়ে গেল সরলভাবে, অবিকল শিশুদের রক্তের মত।

শেয়ালগুলো, যাদের দেখে একটা শেয়ালও ঘৃণায় মুখ সরিয়ে নেবে,
নিরেটগুলো, যাদের শুঁটকো কণ্টিকারিও মুখ থেকে থু ক'রে ফেলে দেবে,
কেউটেগুলো, যাদের দেখে কেউটেরাও নাক সিঁটকোবে!

BANGLADARSHAN.COM

তোমাদের সামনাসামনি আমি উঠে আসতে দেখেছি
স্পেনের রক্ত
গর্বের আর ছুরির একটা একক ঢেউয়ে
তোমাদের তলিয়ে দিতে।
জেনারেলের দল
বেইমানের দল:
দেখ আমার মৃত বাড়ি
দেখ স্পেন ভেঙে মিস্‌মার:
তবু প্রত্যকেটা মৃত বাড়ি থেকে ধেয়ে আসছে জ্বলন্ত ধাতু
ফুলের বদলে,

স্পেনের প্রত্যেকটি ফোকর থেকে
ঝাঁপিয়ে পড়ছে স্পেন,
প্রত্যেকটি নিহত শিশুর কাছ থেকে এসে, যাচ্ছে চোখ-ফোটানো
একটি করে বন্দুক
প্রত্যেকটি পাপ থেকে জন্মাচ্ছে বুলেট
যা একদিন ঠাঁই খুঁজে নেবে
হৃৎপিণ্ড।

তুমি কি জানতে কেন তার কোনো কবিতায়
ঘুণাক্ষরেও থাকে না
যেখানে সে দেখেছে সেই দেশের মৃত্তিকা আর পাতার কথা,
বিরাট বিরাট আগ্নেয়গিরির কথা?

এসো দেখ রক্ত রাস্তাময়,
এসো দেখ
রক্ত রাস্তাময়।
এসো দেখ রক্ত
রাস্তাময়॥

BANGLADARSHAN.COM

মাদ্রিদে পদার্পণ করল আন্তর্জাতিক ব্রিগেড

সকালটা ছিল কনকনে ঠাণ্ডা
শীতের সেই মাসটা ছিল ভারি কষ্টের, কাদায় আর ধোঁয়ায় মলিন,
হাঁটু না থাকা একটি মাস, অবরোধ আর দুর্ভাগ্যে বিষণ্ণ একটি মাস,
যখন আমার বাড়ির ভিজে শার্সিগুলো পেরিয়ে ভেসে আসছিল
শুনছিলাম
রাইফেলের মুখে আফ্রিকায় শেয়ালদের হাঁকডাক আর রক্তে
চপচপ করা তাদের দাঁত,
তখন,
যখন আশা বলতে আমাদের শুধু বারুদের স্বপ্ন, যখন আমরা মনে
করছিলাম
শুধু গিলে-খাওয়া রাক্ষসে আর মার-উচাটনে পৃথিবীটা ভর্তি।
তখন, মাদ্রিদের শীতের মাসের বরফ ভেদ করে, ভোরবেলার
কুয়াশায়
আমি দেখলাম আমার এই চোখদুটো দিয়ে, আমার এই চক্ষুষ্মান
হৃদয়টা দিয়ে,
আমি দেখলাম এসে পৌঁছুল নিষ্ঠাবানের দল, স্বল্পসংখ্যক আর দৃঢ়বদ্ধ
পরিণত আর মহাউৎসাহী প্রস্তরকঠিন বাহিনীর বিরাট পৌরুষ
সৈনিকেরা।

সে ছিল এক শোচনীয় সময় যখন মেয়েদের
এক ভয়ঙ্কর গনগনে কয়লার মত বহন করতে হত অদর্শন
আর হিস্পানী মৃত্যু, অন্যান্য মৃত্যুর চেয়ে ঢের বেশি কটু আর তীক্ষ্ণধার,
সেইসব জমির ওপর ঝুলে থাকত–
এই সেদিনও যে সব জমিকে গৌরবান্বিত করেছে গোধূম।

রাস্তা দিয়ে মানুষের চূর্ণিত রক্ত গিয়ে মিশেছিল
ঘরবাড়ির ভেঙে-পড়া হৃদয় ফেটে বেরিয়ে আসা দরবিগলিত জলধারায়,
ছিন্নভিন্ন শিশুদের হাড়, জননীদের শোকবিলাপের মর্মন্তুদ নৈঃশব্দ্য,
অরক্ষিতদের চোখ চিরদিনের মত বন্ধ
এ সমস্তই যেন মন ভার হওয়া আর হারানো, যেন থুথু-ফেলা বাগান,

BANGLADARSHAN.COM

এ সমস্তই চিরদিনের মত নিহত বিশ্বাস আর নিহত ফুল।

কমরেডরা আমার,
তখন,
তোমাদের আমি দেখেছিলাম।
আর আমার চোখ জুড়ে এখনও গর্ব
কেননা কুয়াশাচ্ছন্ন সকাল পেরিয়ে কান্তিলার শুচিশুভ্র ললাটের দিকে
আমি তোমাদের আসতে দেখেছিলাম,
নীরব আর কঠিন,
ভোরের আগে ঘণ্টাধ্বনির মত,
অনুষ্ঠানের ত্রুটি ছিল না আর নীল নীল চোখ নিয়ে সেই কোন দূর
দূর থেকে আসা,
তোমাদের প্রান্তগুলো থেকে, তোমাদের হারানো হৃত দেশগুলো থেকে
তোমাদের স্বপ্নগুচ্ছ থেকে,
পোড়া মধুরতা আর বন্দুকে কানায় কানায় হয়ে
হিস্পানের শহর রক্ষা করতে
যেখানে জানোয়ারদের দংশনে
কোনঠাসা স্বাধীনতার পতন আর মৃত্যু হতে পারে।

BANGLADARSHAN.COM

ভাইরা আমার, এখন থেকে
তোমাদের শুদ্ধতা আর শক্তি, তোমাদের বিধিসম্মত ইতিহাস,
শিশু আর পুরুষ, স্ত্রীলোক আর বুড়োমানুষের কাছে জ্ঞাত হোক,
যারা আশাহারা তাদের সকলের কাছে পৌঁছোক, গন্ধকের বায়ুতে
ক্ষয়ে-যাওয়া খনিগর্ভে নামুক,
ক্রীতদাসের অমানুষিক সিঁড়ি বেয়ে উঠে যাক,
যেন সমস্ত নক্ষত্র, যেন কান্তিলার আর দুনিয়ার সমস্ত ধানের শীষ
লিপিবদ্ধ করে
তোমাদের নাম আর তোমাদের দাঁতে দাঁত দিয়ে লড়া সংগ্রাম
আর লাল দেবদারুর মত শক্তিমান আর মৃন্ময় তোমাদের বিজয়।

যেহেতু তোমাদের আত্মোৎসর্গ দিয়ে তোমরা সম্ভব করেছ
উজ্জীবিত করতে
হৃত বিশ্বাস, চলে যাওয়া আপনজন, পৃথিবীতে আশা ভরসা

আর তোমাদের অপর্যাপ্ততার ভেতর দিয়ে, তোমাদের মহনীয়তার
ভেতর দিয়ে,
তোমাদের মৃতদেহের ভেতর দিয়ে
যেন রক্তের প্রস্তরকঠিন কোনো উপত্যকার মাঝখান দিয়ে
ইস্পাতের আর আশার বনকপোত নিয়ে বয়ে যাচ্ছে এক মহাকায় নদী॥

BANGLADARSHAN.COM

ক্রসেল্‌স্‌

আমার করে ফেলা সব কাজ, আমার হারিয়ে ফেলা সব জিনিস,
থেকে থেকে আমার জয় করা সব কিছু,
তিক্ত লোহায়, বিদায়কালে হাত বাড়িয়ে তা থেকে আমি সামান্যই
নিয়ে যেতে পারি।
হঠাৎ আঁতকে ওঠার একটা স্বাদ,
জলন্ত সব চিলের পালকে ঢেকে যাওয়া একটা নদী,
পাপড়িতে পাপড়িতে গন্ধকে উজানো একটা পিছুটান।

আমাকে এখনও মার্জনা করে নি অখণ্ড লবণ
করে নি অবিচ্ছিন্ন রুটি, করে নি সমুদ্রের বৃষ্টিতে গেলা
ছোট্ট গির্জা, আমাকে এখনও মার্জনা করে নি
গুপ্ত ফেনায় দষ্ট কয়লা।

BANGLADARSHAN.COM

আমি তল্লাস ক'রে তারপর পেয়েছি, অপর্যাপ্ত,
মাটির তলদেশে, ভয়ঙ্কর দেহগুলোর মাঝখানে,
কঠিন অম্লের নিচে আসা-যাওয়া করা
পাঙাশ কাঠের একটা দাঁতের মত,
যন্ত্রণার মালমশলার কাছে,
এদিকে চাঁদ আর ওদিকে ছুরিছোরা
এই দুইয়ের মধ্যে নিশিকালে মরে যাওয়া।

এখন নেই
হিসেব-না-করা বেগের মাঝখানে, তারবিহীন
দেয়ালের পাশে,
সীমাসরহদ্দ দিয়ে ঘেরা রসাতলে
যে নক্ষত্রপুঞ্জ খোয়ায় তার সঙ্গে
এই যে আমি এইখানে, উদ্ভিদ্‌ভাবে
একা॥

স্তোত্র আর প্রত্যাবর্তন

হে পিতৃভূমি, হে স্বদেশ! তোমার দিকে উজিয়ে দিই আমার রক্ত।
আমি তোমার জন্যে হুতুশে, দুচোখ জলে ভ'রে
ছেলে যেমন মার জন্যে হয়।
তুমি গ্রহণ করো এই দৃষ্টিহীন বীণা
আর এই নিরুদ্দেশ ললাট।

আমি বেরিয়েছিলাম বাহিরদুনিয়ায় তোমার কোল-আলো-করা
মাণিক আনতে,
আমি বেরিয়েছিলাম তোমার নামের তুষার বুলিয়ে
মাটিতে-প'ড়ে-যাওয়াদের শুশ্রূষা করতে,
আমি বেরিয়েছিলাম তোমার চেরাই-করা শুদ্ধ কাঠে
একটা ইমারত তুলতে,
আমি বেরিয়েছিলাম আহত সৈনিকদের বুকে তোমার বীরচক্র
পরাতে।

BANGLADARSHAN.COM

এখন আমি তোমার সারাৎসারে ঘুমিয়ে পড়তে চাই।
আমাকে দাও তোমার সেই মর্মভেদী দড়িদড়ার টলটলে রাত্রি,
তোমার জলজাহাজের রাত্রি, তোমার নক্ষত্রপচিত আকাশছোঁয়া মহিমা।

হে আমার পিতৃভূমি, আমি বদল করতে চাই আমার ছায়া।
হে স্বদেশ, আমি বদলাতে চাই আমার গোলাপ।
আমি তোমার চিকন কটিতট আমার বাহু দিয়ে ঘিরতে চাই,
আমি বসতে চাই তোমার সমুদ্রচর্ণিত পাহাড়ে,
যাতে আমি গোধূম করতলে রেখে তার অন্তর নিরীক্ষণ করতে পারি।
আমি তুলেবেছে আনতে চলেছি সোরাগর্ভ কৃশতনু গাছগাছালি,
আমি কাটতে চলেছি ঘণ্টাধ্বনির হিমানী আঁশের সুতো,
আর তোমার স্বনামধন্য আর নিরিবিলি ফেনপুঞ্জ দেখতে দেখতে
তোমার রূপলাবণ্যের জন্যে আমি গড়ে দেব বেলাভূমির এক পুষ্পহার।

হে পিতৃভূমি, হে স্বদেশ
তোমাকে সম্পূর্ণ ঘিরে প্রতিরোধী জল

আর প্রতিরোধী তুষার,
তোমাতে মিলেছে চিল আর গন্ধক
আর তোমার নকুল আর নীলকান্তমণির কুমেরুবদ্ধ করতলে
এক ফোঁটা বিশুদ্ধ মানবিক আলো
শত্রুদের আকাশ টাটিয়ে দিয়ে ভাস্বর।

এই জন্মান্ধ, ভয়ঙ্কর আবহে
তোমার আশার কঠিন ধানছড়াগুলো উঁচুতে তুলে ধরো,
হে স্বদেশ, পাহারায় থাকো তোমার আলোর।
তোমার দূর বিস্তারে পড়েছে এইসব দুষ্কর আলো,
মানুষের এই ভবিতব্য,
যে পথে তুমি রক্ষা ক'রে চলেছ একটিমাত্র রহস্যময় ফুল,
নিদ্রিত আমেরিকার বিশালতায়॥

BANGLADARSHAN.COM

যারা আবিষ্কার করেছিল

উত্তর থেকে আলমাগ্রো এনেছিল কোঁচকানো বিদ্যুৎ
সারা ভূখণ্ড যেন বিছানো কোনো নক্সা
বিস্ফোরণে আর গোধূলিতে এমনি ক'রে দিনরাত হুমড়ি খেয়ে
সে পড়ে থাকত।
মাটির চোট-খাওয়া রণকৌশল দেখতে দেখতে
সেই হিস্পানী তার শুষ্ক মূর্তিকে মিলিয়ে দিত
কাঁটাবনের ছায়া, শিরিস আর কণ্টিকারির ছায়া।
রাত্রি, তুষার আর বালুকা দিয়ে মূর্ত
আমার তন্বী স্বদেশ,
এবং দীর্ঘ রেখায় শুধু নৈঃশব্দ্য,
এবং মুদ্রিক কিনারা থেকে উঠে-আসা শুধু ফেনা,
রহস্যময় চুম্বনে একে ভ'রে দেয় শুধু কয়লা।
জ্বলন্ত অঙ্গারের টুকরোর মত এর আঙুলে ফোস্কা পড়ায় সোনা
আর রুপো এর ভারী গৃহসদৃশ কঠিনীকৃত ছায়াকে করে
সবুজ চাঁদের মত আলোকিত।
তেলের কাছে, মদিরার কাছে, পুরনো আকাশের কাছে একদিন
গোলাপের কাছে ব'সে সে হিস্পানী
সামুদ্রিক চিলের পুরীষ থেকে জাগা ক্রুদ্ধ পাথরের এই স্থলটি
ধারণায় আনতে পারে নি।

অকর্ষিত অঞ্চল
পরিত্যক্ত শেষ প্রান্ত। যেখানে এলোমেলো রেখায়
প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে আর প্রচণ্ড কাঁটাগাছে
থরে বিথরে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট নীলিমা।
তাম্র শলাকায় বিদ্ধ
পাথর, বাস্তব নৈঃশব্দ্যের
সড়ক, শিলাগর্ভের লবণে নিমজ্জিত
তরুশাখা।
এই যে, এইখানে আমি,

BANGLADARSHAN.COM

পানপাত্র বা কটিতটের মত ধ'রে রাখা কোনো সময়ের
পাণ্ডুর পদক্ষেপে অর্পিত এক মানুষের মুখ,
ভূমধ্যের নিষ্ক্রমণহীন প্রায়শ্চিত্তের জল,
ঝ'ড়ে-পড়া শরীরী ফুলের গাছ,
অসামান্যভাবে রুদ্ধবাক্ আর ধৃষ্ট ধমনী।
হে আমার দেশ, বালুকাজাত ডাঁশমশার মত
তুমি পৃথিবীবাসী এবং অন্ধ, সব তোমাকে নিবেদিত
আমার অন্তরাত্মার ভিত্তিমূল, তোমার জন্যে নিত্যকাল
আমার রক্তের চোখের পলক, ফিরে গিয়ে তোমাকে দেব
আমার একসাজি পপিফুল।
তোমার খটখটে পাথরের শব্দ,
পর্বতমালার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছাঁটা বার্ধক্য, তোমার কাঁটার
নিঃশব্দ বিপুলতা।
রাত্রি হলে আমাকে দিও,
ভূলোকের বৃক্ষলতা মাঝখানে
তোমার পতাকা আন্দোলিত করা শিশিরের সলজ্জ গোলাপ
আমাকে দাও তোমার চাঁদ অথবা তোমার ঘোর অন্ধকারময় রক্ত
ছিটানো মৃন্ময় রুটি:
তোমার বালুতটের আলোর নিচে
কেউ মৃত নেই, শুধু আছে লবণের লম্বা লম্বা কালচক্র,
রহস্যময় জীয়ন্ত ধাতুর নীল নীল শাখা॥

BANGLADARSHAN.COM

মাপোচো নদীকে শীতের বন্দনা

ও হ্যাঁ অসংক্ষিপ্ত তুষার
ও হ্যাঁ তুষারের সম্পূর্ণ ফোটা ফুলে কম্পমান,
ছোট ছোট সুমেরুর চক্ষুপল্লব, হিমজমাট অশনি,
কে, কে তোমাকে ডেকেছে ছাইরঙা উপত্যকায়,
কে, কে তোমাকে চিলের চঞ্চু থেকে ছাড়িয়ে টানতে টানতে এনেছে
নিচে যেখানে তোমার স্বচ্ছ জল
আমার জন্মভূমির জঘন্য চীরবাস স্পর্শ করছে?
নদী তুমি কেন বয়ে নিয়ে চলেছ
শীতল আর গূঢ় জল,
কঠিন পাথুরে প্রত্যুষ
নিচে আমার স্থানীয় শহরের থেঁতলানো পায়ের তলায়
বড় গির্জার মধ্যে যে জলকে অনায়ত্ত ক'রে রাখে?
ফিরে যাও, ফিরে যাও তোমার বিস্তীর্ণ হিমানীর পেয়ালায়,
তোমার নিগূঢ় উৎসে নিমজ্জিত করো তোমার রুপালী শিকড়
অথবা অশ্রুবিরহিত অন্য কোনো সাগরে তুমি নিজেকে ভাঙো।
মাপোচো নদী যখন রাত আসে
মাটিতে পড়ে যাওয়া কোনো কালো পাষাণমূর্তির মত সেই রাত
যেন দুই বিশাল চিলের মত শীত আর ক্ষুধা এ দুইয়ে কাতর
গুচ্ছের কালো কালো মাথা নিয়ে যখন ব্রিজের নিচে ঘুমোয়, ও নদী
তুষারসমুখ কঠিনহৃদয় ও নদী
কেন তুমি আবির্ভূত হও না বিশাল ব্রহ্মদৈত্যের মত
অথবা বিস্মৃতদের জন্যে তারকাসজ্জিত নতুন ক্রুশচিহ্নের মত?
কিন্তু না, তোমার রূঢ় ছাইগুলো বয়ে যায়
লোহার পত্রাবলীর নিচে কঠিন হাওয়ায় কেঁপে ওঠা ছেঁড়া আস্তিনের
পাশ দিয়ে,
মাপোচো নদী তুমি কোথায় বয়ে নিয়ে যাও
নিত্য জখম-হওয়া তুষারের ডানা
উকুনদষ্ট হয়ে বরাবর তোমার বিবর্ণ উপকূলে জন্মাবে বন্য ফুল

BANGLADARSHAN.COM

আর তোমার শীতের জিভ চেঁছে দিচ্ছে আমার লুণ্ঠিত দেশের গাল?

ব্যগ্রতা করছি, দেখো

দেখো যেন, দেখো যেন তোমার কালো ফেনার একটি বিন্দু

পলি মেখে উঠে আগুনের ফুলের দিকে যায়

আর মানুষের বীজ যেন তরান্বিত করে॥

BANGLADARSHAN.COM

আমি দক্ষিণে ফিরতে চাই

ভেরাক্রুজে আমি অসুস্থ, স্মরণ করছি
দক্ষিণে আমার জন্মস্থানের একটি দিন।
আকাশের জলে খলবল করা মাছের মত রুপালী একটি দিন।
ঊর্ধ্বলোক থেকে পাঠানো লকোশ, লকিমাই, কারাহুয়ে
নৈঃশব্দ্য আর শিকড়ে পরিবৃত,
চামড়া আর কাঠের তৈরি তাদের সিংহাসনে আসীন।
দক্ষিণ হল মন্দগতি গাছ আর শিশিরকণার
বরমাল্য-পরা ডুবন্ত ঘোড়া।
তার হরিৎ গ্রীবা উঁচু করলে ফোঁটাগুলো ঝড়ে পড়ে,
তার পুচ্ছের ছায়া সিক্ত করে এই বিরাট দ্বীপপুঞ্জ
আর তার অন্ত্রের মধ্যে বেড়ে ওঠে পূজ্যবাদ কয়লা।
আর কখনও করবে না বলো আমাকে, ছায়া; আর কখনও করবে না
বলো আমাকে, হাত;
করবে না আমাকে, পায়ের পাতা, দরজা, পা, সংঘাত,
আর কখনও বিচলিত করবে না, বলো
জঙ্গল, রাস্তা, ধানের ছড়া, যা নীলাকার হয়ে
তোমার প্রত্যেকটি নিরন্তর ব্যবহৃত পদক্ষেপ পরিচালিত করেছে।
আকাশ, আমাকে তুমি একবার এক নক্ষত্র থেকে অন্য নক্ষত্রে যেতে দাও
আলো আর বারুদ মাড়িয়ে শিকারী বৃষ্টির নীড়ে না পৌঁছুনো পর্যন্ত
আমার রক্তকে ধূলিসাৎ করতে করতে যাব।
আমি যেতে চাই
সুগন্ধ তল্‌তেন নদীর কিনার ঘেঁষা বনের অন্তরালে,
আমি চাই করাতকলগুলো থেকে বেরিয়ে ভিজে জবজবে পায়ে
সরাইখানায় ঢুকতে,
চাই কাঠবাদাম গাছের বৈদ্যুতিক আলোয় পথ চিনে যেতে,
চাই গোবরগাদার পাশে লম্বা হয়ে শুতে
চাই গোধূমের গায়ে দাঁত বসাতে বসাতে মরতে এবং পুনর্জীবন পেতে।

BANGLADARSHAN.COM

সমুদ্র, আমাকে এনে দাও
দক্ষিণের একটি দিন, তোমার ঢেউয়ের কণ্ঠলগ্ন একটি দিন
দাও ভিজে গাছের একটি দিন, লাগাও নীল
মেরুবাতাস আমার চুপসে-যাওয়া পালে॥

BANGLADARSHAN.COM

মাগেলানের হৃদয়

দূর দক্ষিণের কথা মনে প’ড়ে
রাত্রে হঠাৎ আমি জেগে উঠি।
আমার কোথায় ঘর, আমি নিজেকে জিগ্যেস করি, ঘোড়ার ডিম,
কোথায়
আমার ঘর, আজ কী বার, কী খবর,
ধরা গলায়, স্বপ্নের মধ্যিখানে, সেই গাছ, সেই রাত্রি,
এ কে, আমি শুধোই, আমি যাই আমি বেরোই একেবারে একা,
আর চোখের পাতার মত ওঠে একটা ঢেউ, একটা দিন
তা থেকে জন্মায়, বাঘের নাক নিয়ে বিদ্যুতের কশা।

আসে দিন, এসে আমাকে বলে: ‘তুমি কি শুনতে পাচ্ছ?
ধীরে-বহা জল, নদী,
জল
হুই পাতাগোনিয়ায়?’
জবাবে আমি বলি: আজ্ঞে হ্যাঁ, শুনতে পাই।
আসে দিন, এসে আমাকে বলে: ‘একদল বন্য ভেড়া
ঐ দূরে, দেহাতী অঞ্চলে, পাথরের গা থেকে
হিমজমাট রং চাটছে। শুনতে পাচ্ছ না তাদের ব্যা-ব্যা আওয়াজ
চিনতে পারছ না
সেই নীল দমকা হাওয়া যার হাতে পানপাত্র হায়
চাঁদ, চোখে পড়ছে না হুড়মুড় ক’রে ছোটা ঘোড়ার পাল,
হাওয়ার সেই ক্ষিপ্ত আঙুল যার খালি আংটি
ছুঁয়ে আছে তরঙ্গ আর জীবন

মনে পড়ে সেই প্রণালীস্থিত
নির্জনতা

দীর্ঘ রাত্রি, যেখানেই যাই থাকে পাইন গাছ
এই গুমরানো বিরাগ, এই অবসাদে উল্টে দেয়
ভরা ঘট, উজার করে আমার জীবনের যা কিছু সব

BANGLADARSHAN.COM

এক ফোঁটা তুষার কাঁদে, আমার সন্ধানে ফেরা তার ছোট্ট ধূমকেতুর
জ্যালজেলে জীর্ণ সাজ দেখিয়ে আমার দুয়োয়ে ব'সে কাঁদে,
ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে
দমকা হাওয়া, বিপুল বিস্তার, গোচারণের মাঠে বাতাসের হা হা রব
কেউ কোথাও নেই এসব দেখার।

আমি এগিয়ে যাই, গিয়ে বলি, চলো আমরা যাই দক্ষিণকে ছুঁই
চলো বালির মধ্যে
নিজেকে ঢালি, দেখি নীরস কালো উদ্ভিদ, সমস্তই শুধু শিকড় আর
শিলা
জলে আর আকাশে আঁচড়ানো দ্বীপমালা,
ক্ষুধা নামের নদী, অঙ্গারের অন্তঃস্থল,
শোকসাগরের অঙ্গন, আর যেখানে
হিস্ হিস্ করে একক সাপ, আর সর্বশেষ
আহত খেঁকশিয়াল গর্ত খুঁড়ে লুকোয় তার রক্তাক্ত সম্পদ।
ঝড়ের সঙ্গে আমার দেখা হয়, গলায় তার বিদীর্ণ হওয়ার আওয়াজ,
প্রাচীন পুঁথির কণ্ঠস্বর, তার শত ওষ্ঠের হা-মুখ
আমাকে কী যেন বলে, কী যেন যা প্রতিদিন বায়ুমণ্ডল গিলে নেয়।

আবিষ্কারকেরা আসে,
তারপর মুছে যায়

জলের সমস্তই মনে আছে কী দশা হয়েছিল সেই অর্ণবযানের।
তাদের করোটিগুলোকে আশ্রয় দেয় কঠিন পরদেশী মাটি,
দক্ষিণী আতঙ্কে তারা শব্দ করে কর্ণেটের মত,
মানুষের আর ষাঁড়ের চোখ দিনকে অর্পণ করে শূন্য কোটর,
দেয় তাদের আঙুলের আংটি, তাদের অদমা জাগরণের শব্দ।
বুড়ো আকাশ পালবাদামের খোঁজ করে,
তাদের একজনও
আজ বেঁচে নেই: ভগ্নহৃদয় নাবিকের ভস্মের সঙ্গে থাকে
ডোবা অর্ণবযান, আর সোনালী খুঁটিগুলো থেকে,
মারীবীজাত্মক চর্মখলি থেকে,
সফরের হিম অগ্নিশিখা থেকে,

BANGLADARSHAN.COM

(তলদেশে নিশুতি রাতে ডুবো পাহাড়ের আর অর্ণবযানে
সে কী ঠোকাঠুকি)
পড়ে রইল শুধু মৃতদেহ বিরহিত দগ্ধ বিস্তার,
মৃত আগুনের
এক কালো টুকরো দিয়ে
নামমাত্র ভাঙা নিরবচ্ছিন্ন শূন্যতা।

কেবল খাঁ খাঁ করা শূন্যতা
ভারী হয়ে বসে।

রাত্রি, জল, বরফ আস্তে আস্তে চূর্ণ করে গোলক,
চতুঃসীমার সঙ্গে যোঝে সমর আর সমাপ্তি,
বেগনী চিহ্নাঙ্কিত, বুনো ইন্দ্রধনুর
অন্তের নীল নিয়ে
আমার দেশের পদযুগ তোমার ছায়ায় নিমজ্জিত
আর দলিত গোলাপ চিৎকার করছে ব্যথার।

BANGLADARSHAN.COM

আমার স্মৃতিতে
সেই প্রাচীন আবিষ্কারক

খাল বেয়ে নতুন করে যায়
হিমায়িত রসদ, লড়াইয়ের গোঁফদাড়ি,
বরফ-ঢাকা শরৎ, অস্থায়ী আহত কেউ!
যায় তাঁর সঙ্গে, সেই প্রাচীনের সঙ্গে, মৃতের সঙ্গে,
ক্ষিপ্ত জল যাঁকে উচ্ছন্নে দিয়েছে
তাঁর সঙ্গে যায় তাঁর যন্ত্রণায়, তাঁর ললাটের সহযোগে।

এখনও তাঁকে অনুসরণ ক'রে ফিরছে সেই বিশাল সমুদ্রবিহঙ্গ
আর খেয়ে-ফেলা চামড়ার দড়ি, দৃষ্টির বাইরে তাঁর দুই চোখ আর
ভাঙা মাস্তুলের আড়ালে উদরস্থ ইঁদুর
দৃষ্টিহীনভাবে অবলোকন করছে ক্ষুব্ধ সমারোহ,
সেই সময় তিমিনীর গায়ের ওপর দিয়ে শূন্যতার মধ্যে
গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে আংটি আর হাড়।

মাগেলান।

যিনি পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছেন তিনি কোন্ দেবতা? দেখ তাঁর
দাড়িভর্তি পোকা
আর তাঁর পাতলুন আঁকড়ে রয়েছে
আর ডোবা নৌকোয় কুকুরের মত দাঁত বসিয়ে দিচ্ছে
ভারাক্রান্ত হাওয়া:
তাঁর দেহযষ্টি এরই মধ্যে অভিশপ্ত গুরুভার নোঙরের মত নুয়ে পড়েছে,
বারদরিয়া শিস্ দেয় আর উত্তুরে বাতাস
তাঁর ভিজে পায়ের দিকে ধেয়ে আসে।
সময়ের অন্ধকার ছায়া থেকে
সমুদ্রশামুক,
পোকায় কাটা নাল,
শোকাত উপকূলের প্রবীণ দাঠাকুর, অজ্ঞাতকুলশীল
ঈগলের নীড়, নষ্ট কুয়োর জল, প্রণালীর জমির সার
আপনাকে আদেশ করছে আর আপনার বক্ষে লগ্ন রয়েছে
শুধু সমুদ্রের একটি চিৎকারধ্বনির ক্রুশচিহ্ন, একটি সাদা আতরব,
সামুদ্রিক আলোর
আর তীক্ষ্ণাগ্র নখরের, ডিগবাজির পর ডিগবাজি খাওয়া
ধূলিসাৎ অঙ্কুশের।

তিনি পৌঁছান প্রশান্ত সাগরে।

যেহেতু সর্বনেশে সমুদ্রের দিন সাঙ্গ হয় একদিন,
আর নৈশ হাত তার আঙুলগুলো একটা একটা করে কাটে
যতক্ষণ না সে শেষ হয়ে যায়, যতক্ষণ না মানুষের জন্ম হয়:
আর ক্যাপ্টেন নিজের মধ্যে আবিষ্কার করে ইস্পাত,
আর আমেরিকা তুলে তার বুদ্বুদ
আর বেলাভূমি তুলে ধরে জন্মের দরুন ঘোলাময়লা ঊষায় মাখামাখি
তার বিবর্ণ খাঁড়ি,
তারপর অর্ণবযান থেকে একটা চিৎকার ওঠে আর ডোবে
এবং তারপর আরও একটা চিৎকার আর তখন ফেনা থেকে জন্ম নেয়
প্রত্যুষের সকাল।

BANGLADARSHAN.COM

সবাই মারা গেছে।

জল আর উকুনের ভাই সকল, মাংসভুক গ্রহলোকের ভাই সকল,
পরিশেষে ঝড়ের ধাক্কায় মাস্তুলগাছি যে নতশির হয়েছিল
তোমরা কি দেখেছিলে?
ঝঞ্ঝার প্রমত্ত অতর্কিত তুষারের নিচে চূর্ণ হয়েছিল পাথর
তোমরা কি দেখেছিলে?
যাক, এতদিনে তোমরা এখন পেলে তোমাদের হারানো ইন্দ্রলোক।
এতদিনে পেলে তোমাদের শাপান্তকারী ফৌজ,
এতদিনে তোমাদের ত্রিশঙ্কু বেতালেরা
বালির ওপর সীলমাছের পদচিহ্নে চুম্বন করছে।
এতদিনে তোমাদের আংটিবিহীন আঙুলগুলোতে এল
উঁচু মালভূমির একরত্তি সূর্য, মৃত দিন
কম্পমান, ঢেউ আর পাথরের আরোগ্যশালায়॥

BANGLADARSHAN.COM

মহাসমুদ্র

যদি হয় প্রতিভাত আর শ্যামল তোমার নগ্নতা,
তোমার আপেল হয় অপরিমেয়, যদি হয়
অন্ধকার তোমার মাজ্বরকা, তবে কোথায়
তোমার উৎস?
রাত্রির চেয়ে মধুর তব
রাত্রি,
লবণ,
মা গো, রক্তাক্ত লবণ, উৎকীর্ণ জলজননী,
ফেনায় আর মজ্জায় মার্জনা-করা গৃহ
নাক্ষত্র দ্রাঘিমার মহাকায় মধুরতা:
একটিমাত্র তরঙ্গ হাতে রাত্রি:
সমুদ্রঈগলের প্রতিপক্ষে বিষম ঝড়
অতলান্ত গন্ধকজাত লবণের হাতের নিচে অন্ধ:
এত বেশি রাত্রিতে ভূগর্ভের গুমঘর,
শীতল দলমণ্ডল কেবল আস্ফালন আর পরদেশে হানা,
নক্ষত্রে সবলে প্রোথিত ক্যাথিড্রাল।

রয়েছে তোমার উপকূলভাগের বয়ঃসীমার দৌড় করা সেই জখমী ঘোড়,
হিমরেখার আগুনে প্রতিস্থাপিত,
রয়েছে পাখির পালকসমূহে রূপান্তরিত লাল দেবদারু,
আর তোমার হাতের মধ্যে মিলিয়ে যাওয়া উৎকট কাঁচের বাসন
আর দ্বীপপুঞ্জে আক্রান্ত নিরবচ্ছিন্ন গোলাপ
আর তোমার প্রতিষ্ঠিত জল আর চাঁদের টোপর।

হে স্বদেশ, তোমার মাটির জন্যে
এই সমস্ত কালো আকাশ।
এই সমস্ত সর্বজনীন ফলমূল, এই সমস্ত
প্রলাপমুখর মুকুট।
তোমার জন্যে এই ফেনার পানপাত্র

BANGLADARSHAN.COM

বজ্র যেখানে অন্ধ অ্যালবাট্রসের মত নিজেকে খোয়ায়,
আর যেখানে তোমার পূতপবিত্র হালচাল দেখে
উঠে আসে দক্ষিণের সূর্য॥

BANGLADARSHAN.COM

নতুন পতাকার নিচে পুনর্মিলন

কে মিছে কথা বলেছে? পদ্মের পা
ভাঙা, কিছুরই তল পাওয়া যাচ্ছে না, সমস্তই কানা করে দেওয়া,
সকলেরই গা-ভর্তি ক্ষত আর অন্ধকারের বাহার জাঁকজমক!
সব কিছুই, ঢেউয়ের নিয়মে ঢেউ-থেকে-ঢেউ,
সূর্যকান্তমণির অসাব্যস্ত সমাধি
আর ধানছড়ার রুক্ষ স্খলন।
এর মধ্যে আমার পেতেছিলাম আমার বুক, সমস্ত অদৃষ্টচালিত
লবণের দিকে গেতেছিলাম কান, আমার শিকড়
আমি গাড়তে গিয়েছিলাম রাত্রে:
আমি তদন্ত করেছি মাটির তিক্ততার বিষয়ে,
আমার কাছে সমস্তই ছিল হয় যামিনী নয় দামিনী:
আমার মাথার ভেতর লাগানো ছিল গোপন মোম
আর পদচিহ্নে ছড়ানো ছিল ছাই।

BANGLADARSHAN.COM

আর মৃত্যুর জন্যে যদি না হবে
তবে কার জন্যে আমি ঢুঁড়েছি এই ঠাণ্ডা নাড়ীর স্পন্দন?
যেখানে কেউ আমাকে শুনতে পায় না,
সেই পরিত্যক্ত অন্ধকারে কোন্ যন্ত্র আমি হারিয়েছি?
না,
এবার সময় হয়েছে, পালাও,
রক্তের ছায়ারা
নক্ষত্রের হিমানী, মানুষের পায়ের শব্দ শুনলেই হটে এসো
আর আমার পায়ের তলা থেকে কালো ছায়াটা সরিয়ে নাও!

মানুষের দলে আমার হাতও তেমনি জখম
আমি ধ'রে আছি একই লাল পানপাত্র
আর সমান ক্রুদ্ধ বিস্ময়:
একদিন
মানবিক স্বপ্নে
টগবগ করতে করতে

এক বুনো ঘোড়া এল
আমার সর্বগ্রাসী রাত্রে
যাতে আমি আমার নেকড়ে বিক্রমে
মানুষের পায়ে পায়ে যেতে পারি।
আর এইভাবে, পুনর্মিলিত,
একনিষ্ঠভাবে কেন্দ্রগত, আমি আশ্রয় খুঁজি না
কান্নার কোটরে: আমি দেখাই
মৌমাছির ভাণ্ডার: মানুষের সূর্যের জন্যে
ঝলমল করা রুটি: রক্তের দূর ব্যবধানে
একটি গোধূম দেখার জন্যে
রহস্যের মধ্যে নিজেকে প্রস্তুত করে নীলিমা।

কোথায় আসন পাতা তোমার গোলাপের?
কোন্‌খানে তোমার নক্ষত্রের চোখের পাতা?
তুমি কি ভুলে গিয়েছিলে
তোমার ঘর্মাক্ত সেই আঙুলগুলো মরিয়া হয়েছিল
বালির নাগাল পেতে?
ওঁ শান্তি, বিষাদব্যথিত হে সূর্য,
ওঁ শান্তি, অন্ধচক্ষু হে ললাট,
জ্বলন্ত জায়গা আছে তোমার জন্যে সড়কে,
প্রহেলিকাবর্জিত পাথর তোমাকে চোখে চোখে রাখে,
আছে পলতেক, দিগম্বর, অনুধ্যায়ী নরক,
এক ক্ষিপ্ত নক্ষত্র নিয়ে কারার নৈঃশব্দ্যমালা।

ফোঁপানির মুখে একসঙ্গে হওয়া!
যথেষ্ট সময় হয়েছে
মাটির আর সুরভির, ভয়ঙ্কর লবণ থেকে সদ্যউত্থিত
এই মুখের দিকে তাকাও,
চেয়ে দেখ স্মিতহাস্যের এই তিক্ত হামুখের দিকে,
চেয়ে দেখ এই নতুন হৃদয়
সঙ্কল্পবদ্ধ আর সোনালী রঙের উপ্‌চানো ফুল নিয়ে তোমাকে সম্ভাষণ করছে।

BANGLADARSHAN.COM

মাক্‌চু পিক্‌চুর শিখর থেকে

১

শূন্য জালের মতন হাওয়া থেকে হাওয়ায়
আমি গেলাম রাস্তা আর বায়ুমণ্ডল
এই দুইয়ের মাঝখান দিয়ে,
নতুন পাতার বোধন আর বিসর্জনের পর্ব নিয়ে আসা
শরতের আবির্ভাবের ভেতর দিয়ে,
বসন্ত আর গুচ্ছাকারে গোধূম
এ দুইয়ের মাঝখান দিয়ে
যেন একটা পড়ন্ত দস্তানার ভেতর,
যেখানে মহত্তম প্রেম
চাঁদের দীর্ঘ বিলম্বিত উদয়ের মত কিছু আমাদের দেয়।

(রৌদ্র ঝলকিত দিনগুলো আমি কাটাই দলবদ্ধ দেহের
ঝঞ্ঝার ভেতর:
অম্লের শব্দহীনতায় রূপান্তরিত ইস্পাত:
শেষ ধূলিকণা পর্যন্ত রহস্য-অনাবৃত রাত্রি
স্বয়ম্ভূত পিতৃভূমির ব্যূহসজ্জিত বেলাতট)

বেহালার ভিড়ে আমার জন্যে অপেক্ষা ক'রে ছিল একজন
মাটি-চাপা-পড়া মিনারের মত সে এক পৃথিবীকে উদ্ঘাটিত করেছিল
সমস্ত ভগ্নস্বর গন্ধকবর্ণ পাতার নিচে
লীন হয়ে আছে যে মিনারের সর্পিল।
এবং আরও নিচে, খনিজ সোনার মধ্যে
উল্কার পটি জড়ানো তরবারির মত
আমি আমার সুকুমার দামালো হাত
নিমজ্জিত করেছিলাম মাটির মনোমুগ্ধকর জননেন্দ্রিয়ের মধ্যে।
আমি আমার কপাল রেখেছিলাম
নিচে তরঙ্গমালায়,
জলের একটি ফোঁটার মত আমি গড়িয়ে গিয়েছিলাম গন্ধকময় শান্তিতে
আর যেন একজন অন্ধের মত, আমি ফিরে এলাম

BANGLADARSHAN.COM

ক্ষরিত মানবিক বসন্তকালের জুঁইফুলের কাছে।

২

ফুল যদি ফুলকে অর্পণ করে তার অন্তিম বীজ
আর পাহাড় যদি রক্ষা করে তার বিক্ষিপ্ত মুকুল
হীরক আর বালুকার দলিতমথিত সাজে,
গর্জমান সমুদ্রের ভয়ঙ্কর স্রোত থেকে কুড়িয়ে এনে
আলোর পাপড়িগুলোকে মানুষ কুঁক্‌ড়ে মুক্‌ড়ে ফেলে
আর তার হাতের ভেতর নড়ে-চড়ে-ওঠা ধাতুকে সে গড়ন দেয়।
আর অচিরে, মুষড়ে-পড়া টেবিলের ওপর, জামাকাপড় আর ধোঁয়ার
মধ্যিখানে, তাস-ভাঁজা একটি রাশির মত,
হাতে থাকে আত্মা:
জাগরূক স্ফটিক, সমুদ্রে মর্ম হানা
শীতের ডোবার মত: তবু
সেটাকে কষ্ট দাও আর মেরে ফেল কাগজ আর ঘৃণা দিয়ে,
দিনগুলোর গাল্‌চের ভেতর শ্বাস রোধ ক'রে মারো,
তারের বৈরি আবরণের মধ্যে ফালা ফালা ক'রে চেরো।

BANGLADARSHAN.COM

না: ছুট্‌দোর, আসমান, দরিয়া বা সড়ক বরাবর
কে পাহাড়া দিচ্ছে তার রক্ত (টকটকে লাল আফিমফুলের মত)
ছুরিছাড়া?
মানুষ কেনাবেচার সওদাগরদের
বিষণ্ণ পণ্যগুলোকে দলা পাকিয়ে দিয়ে গেছে করাল ক্রোধ,
যখন একটা হাজার বছরের ভেতর দিয়ে শিশির
পাম গাছের মাথার ওপর ফেলে গেছে তার স্বচ্ছ অক্ষর,
সেই একই অপেক্ষমাণ শাখায়, হা হৃদয়,
শরতের গুহাকন্দরে পিষ্ট হা কপাল!

কত বার যে কোনো শহরের শীতকালীন রাস্তায়, অথবা
অটোবাসে বা জাহাজে গোধূলিতে, অথবা রাত্রে, সেই নিবিড়তম
নির্জনতায়: কোনো বন্ধুসম্মেলন, ঘণ্টাধ্বনি আর সশব্দ ছায়ার নিচে,
মানবিক ভোগসুখের ঠিক সেই নকল গুম্ফাতেই, আমি চেয়েছিলাম
তখনকার মত থামতে

এবং সেই দুর্জ্ঞেয় চিরন্তন ধমনীর সন্ধান করতে
যা আমি ইতিপূর্বে ছুঁয়েছিলাম পাথরে
অথবা চুম্বনের স্খলিত বজ্রে।
(শস্যের দানায় থাকে অন্তহীন অঙ্কুরের স্তরে স্তরে বড় স্নেহে
'আমার কথাটি ফুরোয় না'-বলা খৈ-ফোটানো বুকের বীজকুঁড়ির
চিরকেলে গল্প,
আর চিরদিন সেই একভাবে একটানা চলে গজদন্তের ভেতর দিয়ে,
আর জলের দর্পণে স্পষ্ট দেখা যায়
পিতৃভূমি, বেজে ওঠার একটা ঘণ্টা, ওদিকে দূরের তুষার থেকে
এদিকে রক্ত-আঁধার করা তরঙ্গ পর্যন্ত)

খুব বেশি হলে আমি ধরতে পেরেছিলাম একগুচ্ছ মুখ,
হঠকারী মুখোশ, যেন সোনার শূন্য আংটি,
যেন ইতস্তত বিক্ষিপ্ত জামাকাপড়, এক দুর্দান্ত শরতের বালখিল্যের দল
যারা ভয়ার্ত জাতিগুলোর শোচনীয় গাছটা ধ'রে নাড়াচ্ছে।

BANGLADARSHAN.COM

আমার হাত রাখার এমন কোনো জায়গা পাই নি
যা নদীর মত সাবলীল অথবা যা
পাথুরে কয়লা বা স্ফটিকখণ্ডের মত সুদৃঢ়,
যাতে আমার পৌঁছুনো হাতে ফিরে আসে উষ্ণতা অথবা শীতলতা।
মানুষ বলতে কী ছিল? বাঁশী আর মালগুদামের মাঝখানে
তার প্রকাশ্যে কথার কোন্ অংশে, তার ধাতব গতিগুলোর
কোন্‌টাতে অজর, অক্ষর জীবন বাস করত?

৩

মানুষকে মাড়াই করা হয়েছে ভুট্টার মত
হৃত কৃতকাজের, দুঃখাবহ ঘটনাবলীর অন্তহীন খামারে,
প্রথম থেকে সাত পর্যন্ত, আট পর্যন্ত,
আর প্রত্যেকটিতে এসেছে একটি মৃত্যু নয়, বহু মৃত্যু:
প্রতিদিন এইটুকু এইটুকু মৃত্যু, ধুলো, কৃমিকীট, শহরতলির কাদার মধ্যে
নির্বাপিত ল্যাম্পো, একটা ছোট ধুম্‌সো-ডানার মৃত্যু
একটা বাঁটকুল বল্লমের মত প্রত্যেকটি মানুষকে ফুঁড়েছে:
রুটি বা ছুরি

যেদিকে দিয়েই ঘা মারা হোক,
হাটে যে গরু খেদিয়ে নিয়ে যায়, যে জাহাজঘাটের অন্নদাস,
যে লাঙল-ঠেলা গোলা লোক,
অথবা হট্টগোলে রাস্তায় যে খরখরিয়ে যায়:
তারা সবাই হাল ছেড়ে দিয়ে মৃত্যুর অপেক্ষায়, তাদের সংক্ষিপ্ত দৈনিক
মৃত্যু।
আর তাদের দিনগুলোর বিষণ্ণ ভেঙে-পড়া হয়েছে সেই বিরস পানপাত্র
যাতে তারা ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে চুমুক দিচ্ছে।

৪

পরাক্রান্ত মৃত্যু আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে বহুবার:

এটা ছিল যেন তরঙ্গমালার অদৃশ্য লবণ,
আর এর অদৃশ্য স্বাদুগন্ধ থেকে যা বেরিয়ে এল
সেটা দেখাল অর্ধেক গিরিশৃঙ্গ আর অর্ধেক হিমানী সম্প্রপাতের মত
অথবা বাতাস আর হিমবাহের বিপুল গাঁথুনির মত।
আমি এলাম যেখানে লৌহের কিনারা, বায়ুর প্রণালী,
কৃষি আর পাহাড়ের কাফন,
শেষ ধাপের নাক্ষত্র শূন্যতা
আর মাথা-ঝিমঝিম-করা ঘোরালো রাজপথ:
কিন্তু বিস্তীর্ণ সাগর, ওহে মৃত্যু! তুমি তো আসো না ঢেউয়ের পর
ঢেউ হয়ে,
তুমি আসো রাত্রির মোর যোগফলের মত
নৈশ স্পষ্টতায় টগবগিয়ে।
তুমি কখনও আসো নি পকেট হাঁটকাতে হাঁটকাতে, ভাবাই যায় না
তুমি আসছ শালদোশালা না চড়িয়ে:
পরিবৃত নৈঃশব্দ্যের ঊষারাগের কার্পেট ছাড়া:
দুঃখের অত্যুচ্চ অথবা সমাহিত উত্তরাধিকার ছাড়া।

আমি ভাল বাসতে পারি নি প্রত্যেক সত্তার ভেতরের সেই গাছকে
যে ঘাড়ে নিয়ে আছে ক্ষুদ্রকায় তার শরৎ
(একটি হাজার পাতার মৃত্যু),
যাবতীয় ভুয়ো দেহত্যাগ আর পুনরুজ্জীবন

BANGLADARSHAN.COM

মর্ত্যবিহীন, পাতালবিহীন:
আমি সাঁতরে যেতে চেয়েছিলাম ব্যাপকতম জীবনের ভেতর দিয়ে,
মুক্ততম নদীর মোহানায়,
আর যখন একটু একটু ক'রে মানুষ আমাকে ফিরিয়ে দিল
আর এমনভাবে তার জায়গা আর দরজা এঁটে দিতে আরম্ভ করল যাতে
আমার প্রবহমান হাত তার আহত অনস্তিত্বে না ঠেকে,
তখন আমি চলে গেলাম রাস্তা থেকে রাস্তায় আর নদী থেকে নদীতে,
আর শহর থেকে শহরে আর বিছানা থেকে বিছানায়,
আর আমার নোনা মুখোশ মরুভূমি পেরিয়ে গেল,
আর সেই শেষ হতমান বাড়িগুলোতে আলো, আগুন,
রুটি, পাথর কিছু না, নৈঃশব্দ্য না, একা,
আমি গড়াগড়ি খেতে লাগলাম, নিজের মৃত্যুতে মরে যেতে যেতে।

৫

রুক্ষ পালকের পাখি, হে গম্ভীর মৃত্যু,
এইসব বাসাবাড়ির অভাগা ওয়ারিশ নাকেমুখে গুঁজে দুবেলা খাওয়ার
মাঝখানে, শূন্য চামড়ার নিচে
যেটাকে বয়ে নিয়ে চলেছিল, সেটা তুমি ছিলে না:
ছিল আর কিছু, উৎসন্ন তন্ত্রীর এক ক্ষীণপ্রাণ পাঁপড়ি,
বুকের এক পরমাণু যা লড়াইয়ের ভেতরে যায় নি
অথবা হাকুচ তেতো শিশির যা ললাট স্পর্শ করে নি।
এটি ছিল যার পুনর্জন্ম হতে পারে নি,
শাস্তিহীন বা রাজ্যহীন সেই ছোট মৃত্যুর ভাঙা একটি অংশ:
একটি হাড়, বাজাবার একটি ঘণ্টা যা লোকটির মধ্যে মারা গিয়েছিল।
আমি আয়োডিনের ব্যাণ্ডেজটা ওঠালাম, হাত ডুবিয়ে দিলাম
মৃত্যুকে হনন করা দুর্ভাগা দুঃখগুলোর মধ্যে
আর সেখানে আত্মার দুর্লক্ষ্য ফাঁকফোকরের ভেতর দিয়ে বয়ে-যাওয়া
ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝিরঝির ছাড়া আর কিছুই আমি খুঁজে পেলাম না।

৬

তখন আমি মাটির সিঁড়ি বেয়ে উঠে এলাম
হারানো অরণ্যের ভয়ঙ্কর গোলক-ধাঁধার ভেতর দিয়ে

BANGLADARSHAN.COM

তোমার কাছে, মাক্‌চু-পিক্‌চু।

ধাপে ধাপে উঠে যাওয়া পাথরের ঢ্যাঙা শহর,
সবশেষে, মাটি তার রাতের জামার মধ্যে লুকিয়ে রাখে নি
তার মোকাম।
তোমাতে দুটি সমান্তরাল রেখার মতন
বিদ্যুৎ আর মানুষের দোলনায়
দোল দিয়ে গিয়েছিল এক কণ্টকিত হাওয়া।

পাথর মা, কনডরদের মুখের ফেনা।

মানবিক প্রত্যুষের উত্তুঙ্গ শৈলশিরা।
আদিমকালে বালুগর্ভে হারানো কুড়াল।

এই হল সেই আস্তানা, এই সেই স্থান:
এখানে উঠে এসেছিল ধাপে ধাপে ফসলের গোটা দানা
লাল শিলাবৃষ্টির মত নতুন ক'রে নেমে যাবার জন্যে।

BANGLADARSHAN.COM

এখানে ভিকুনা মোচন করেছিল তার পশম
কবর, ভালবাসা, জননী,
রাজা, পূজাপ্রার্থনা, যোদ্ধা সবাইকে সজ্জিত করতে।

এখানে নিশাকালে সকল
ঈগলদের পা সকলের পাশে বিশ্রাম করেছিল, তাদের তুঙ্গ
মাংসাশী বিবরে, আর রাত্রি প্রভাত হলে
পায়ের নিচে মাড়িয়েছিল ফিনফিনে কুয়াশা যার পাশে বজ্রের পায়ের
প্রান্তর আর প্রস্তর ছুঁয়ে
যতক্ষণ না তাদের জেনেছিল এসেছে রাত্রি অথবা মৃত্যু।
আমি চেয়ে চেয়ে দেখি জোব্বাগুলো, আর হাতগুলো,
গমগমে গুম্ফায় জলের চিহ্ন,
দেয়াল মসৃণ হয়ে আছে একটি মুখের ছোঁয়ায়
যে মুখ আমার চোখ দিয়ে তাকিয়েছিল পার্থিব বাতিগুলোর দিকে,
আমার হাত দিয়ে যে তেল সেচন করেছিল বিলীন হওয়া কাঠে:
হায় সব কিছু, পোশাক, ছাল, জালা,

কথা, মদ, রুটি,
সব গত, সব ভূলুণ্ঠিত।
আর হাওয়া নারঙ্গি ফুলের আঙুল নিয়ে
বয়ে গিয়েছিল নিদ্রিতদের ওপর দিয়ে: একেকটা হাজার বছরের
হাওয়া, মাস-জোড়া, সপ্তাহ-জোড়া হাওয়া,
নীল প্রবল বাতাস, লৌহ পর্বতমালায়,
পদক্ষেপের মৃদু ঝঞ্ঝার মত তা বয়ে গিয়েছিল
পাথরের নির্জন বাসস্থল ঘসে মেজে চকচকে ক'রে।

৭

একটি একক পাতালের প্রাচীন মৃত, একটি গিরিদরির ছায়াসমূহ,
এই গহীন টান তোমার মহত্ত্বের পরিমাপ;
যখন মৃত্যু এল, অখণ্ড, সর্বগ্রাসী
তুমি নি নিচে ঝাঁপ দিয়েছিলে মর্মাহত পাথরগুলো থেকে,
লাল টকটকে রাজধানীগুলো থেকে,
আরোহী জলপ্রণালীগুলো থেকে
যেন কোনো এক শরতে,
এক একক মৃত্যুতে?
আজ সেই কোল খালি করা বাতাস আর কাঁদে না,
তোমার মৃন্ময় পা দুটো আর চেনে না,
যখন বিদ্যুতের ছুরিতে বিদীর্ণ হত আকাশ
আর ঝড়ের দাপটে পড়া বিশাল গাছ
কুয়াশা এসে খেয়ে নিত,
তখন সেই আকাশকে ছেঁকে নিত তোমার যেসব কলস
বাতাস আজ তাদের ভুলে গেছে।

উঁচুতে তোলা হাত ঝপ্ ক'রে পড়ে গেছে
শিখর থেকে সময়ের অন্তিমে।
তোমার আর অস্তিত্ব নেই, ঊর্ণনাভ বাহু, ভঙ্গুর
তন্তু, জড়ানো-মড়ানো কাপড়, তুমি বলতে যা কিছু ছিল
সবই ধূলিসাৎ: আচারবিচার, জীর্ণ স্বরব্যঞ্জন,
আলোর ঝাঁক থেকে বাঁচার মুখোশ।

BANGLADARSHAN.COM

শুধু খাড়া আছে প্রস্তর আর শব্দের এই স্থায়িত্ব:
যারা জীবিত, যারা মৃত, যারা স্তব্ধ, তাদের সকলের হাতে হাতে
উঁচু-করা
পানপাত্রের মত, এত এত মৃত্যু দিয়ে, প্রাচীর দিয়ে বাঁচিয়ে রাখা
এই নগরী: এত এত জীবন থেকে উঠে আসা পাথরের পাঁপড়ি:
সুচিরকালের গোলাপ, বসবাসের জায়গা,
বরফ-জমাট উপনিবেশের এই আন্দেয়াসের প্রবাল দ্বীপ।

যখন মেটে রঙের হাত
মাটি হল, আর ছোট্ট ছোট্ট চোখের পাতা বুঁজে গেল,
ভর্তি হল কর্কশ প্রাকারে, ছেয়ে গেল প্রাসাদে,
আর যখন মানুষের সবটাই মুড়ে রাখা হল তার গর্তে,
হাতের সূক্ষ্ম কাজ থেকে গেল, আকাশে, পত পত ক'রে উড়তে লাগল
মানুষের উদয়কালের সুমহৎ পীঠস্থান:
নৈঃশব্দ ধারণ করার সবচেয়ে উন্নতকায় আধার:
কত কত জীবনের পর একটি প্রস্তর জীবন।

BANGLADARSHAN.COM

৮

আমেরিকার ভালবাসা, আমার সঙ্গে ওঠো ওপরে।

আমার সঙ্গে এই গূঢ় প্রস্তরগুলো চুম্বন করো।

উরুবাম্বার ঝমঝম করা রুপো
তার পীত পেয়ালায় উড়ো পরাগকে টানে।
দ্রাক্ষার, শিলীভূত গুল্মের,
কঠিন মাল্যের শূন্যতা
পর্বতমালার চড়-খেয়ে-চুপ-করা স্তব্ধতার মাথার ওপর উঠে যায়।
এসো যৎসামান্য প্রাণ, মাটির দুই পাখার মাঝখানে,
আর, ওহে বুনো জল, স্বচ্ছ আর কনকনে,
আচ্ছামত-প্রহার-খাওয়া বাতাস, দুহাতে যোদ্ধবেশে পান্না ছড়াতে
ছড়াতে
তুষার থেকে নেমে এসো।
ভালবাসা রে ভালবাসা, যে পর্যন্ত না ঝুপ্ ক'রে রাত্রি নামে,

আন্দেয়াসের অনুরণিত শৈলশিরা থেকে,
ঊষার রাঙানো জানুর অভিমুখে,
তুষারের অন্ধ তনয়কে ধ্যান করো।

ঝংকৃত তন্ত্রীর হে উইল্‌কামায়ু,
যখন তুমি তোমার রেখায়িত বজ্রকে ভেঙে ফেলো
আহত তুষারের মতন সাদা ফেনায়,
যখন তোমার কুটিল বায়ুঝড় গান গাইতে গাইতে
আর ধুনে দিতে দিতে আকাশকে চাগিয়ে তোলে
তখন তোমার আন্দেয়াসের ফেনা থেকে সদ্য উৎক্ষিপ্ত কানে
কোন্‌ ভাষা তুমি পৌঁছে দাও?

কে হিমের বিজলিকে পাকড়াও করেছিল
আর শিখরগুলোর ওপর শিকলে বেঁধে তাকে ফেলে রেখে গিয়েছিল?
তার বরফজমাট অশ্রু খণ্ড খণ্ড হয়ে,
তার দ্রুতবেগ বল্লমগুলো কাঁপতে কাঁপতে,
তার মারমুখো তন্তুগুলো আছড়াতে আছড়াতে
চলে গেল যেখানে যোদ্ধার সমাধি,
ভয়ে চমকে উঠে যেখানে তার পাথুরে সমাপ্তি।

চারদিক থেকে ঘেরাও হওয়া তোমার প্রতিবিম্বগুলো কী বলে?
গুপ্ত বিদ্রোহী তোমার বিদ্যুৎ রশ্মিগুলো আগে কখনও কি
কথার ভিড়ে ঠাসাঠাসি হয়ে ভ্রমণ করেছে?
কে ভেঙে চুরমার করে হিমজমাট স্বরব্যঞ্জন,
প্রহেলিকার ভাষা, সোনার বরণ কেতন।
গভীর মুখগহ্বর, চাপা চিৎকার,
তোমার ক্ষীণ নাড়ীর জলের মধ্যে?

মাটি বেয়ে দেখতে আসা
ফুলের চোখের পাতায় কেটে কেটে চাবুকের ঘা বসায় কে?
কে গড়িয়ে দেয় মৃত স্তবকগুলো
তোমার ঝর্নার মতন আছড়ে-পড়া হাত বেয়ে
যাতে তাদের রাতের ফসলগুলো পেটাই হয়ে

BANGLADARSHAN.COM

তোমার ভূগর্ভের কয়লায় পরিণত হতে পারে?

কে ছুঁড়ে দেয় শৃঙ্খলিত শাখা পাহাড়ের খাড়াইতে
কে আবার বিদায়গুলোকে কবরস্থ করে?

ভালবাসা, রে ভালবাসা, সীমান্তরেখা যেন ছুঁয়ো না,
যেন পুজো ক'রো না নিমজ্জিত মাথা:
সময়কে পরিপূর্ণ করতে দাও তার উচ্চতা
তার শ্বাসরুদ্ধ বসন্তের মঞ্জিলে,
এদিকে বাঁধ আর এদিকে খরস্রোত
মধ্যিখানে নিশ্বাসের বাতাস জুটিয়ে নাও স্রেফ পাহাড়ী পথ থেকে,
হাওয়ার সমান্তরাল পাতলা পর্দার ঘেরাটোপ থেকে,
গিরিশ্রেণীবিন্যাসের অন্ধ গলিপথ থেকে,
শিশিরের কটু গন্ধের কুর্নিশ থেকে,
আর চড়াই ভেঙে ওঠো, ফুল থেকে ফুলে, নিবিড়তার ভেতর দিয়ে।
বিক্ষেপিত সাপ মাড়িয়ে।

BANGLADARSHAN.COM

গিরিশৃঙ্গ, শিলা আর অটবী,
রেণু রেণু সবুজ নক্ষত্র, ভাস্বর জঙ্গল–
এই মণ্ডলের মধ্যে যেন একটি জীবন্ত হ্রদ
অথবা আরও একটি নৈঃশব্দ্যের স্তরের মত
বিস্ফোরিত হয় মান্তর।

এসো আমার ঐকান্তিক সত্তায়, আমার নিজস্ব প্রত্যুষে,
অভিষিক্ত নির্জনতা বরাবর।
মৃত রাজ্যপাট এখনও জীবন্ত।
এবং সূর্যঘড়ির আড়া আড়ি বিশাল শকুনের নির্দয় ছায়া
কালো জাহাজের মত টহল দিচ্ছে।

৯

দক্ষিণী ঈগল, কুহেলির দ্রাক্ষাক্ষেত।
হারানো বুরুজ, অন্ধচক্ষু শমশের।
তারকা মেখলা, নৈবেদ্যের রুটি।
মুসলধারা মই, অমেয় চোখের পাতা।

ত্রিকোণাকার আংরাখা, পাথরের পরাগ।
গ্রানাইটের প্রদীপ, পাথরের রুটি।
খনিজ সরীসৃপ, পাথরের গোলাপ।
জলমগ্ন জাহাজ, পাথরের ঢল।
চাঁদ-ঘোড়া, পাথরের আলো।
বিষুবীয় বর্গক্ষেত্র, পাথরের বাষ্প।
প্রান্তিক জ্যামিতি, পাথরের বই।
বাতাসে কুপিয়ে কাটা হিমশৈল।
নিমগ্ন সময়ের প্রবাল-প্রাচীর।
আঙুল দিয়ে মসৃণ দেয়াল।
পালকের ঝড়ে আক্রান্ত মাথার চাল।
প্রতিবিম্বিত গাছের ডাল, ঝড়ের ভিত্তিমূল।
পাতায় পাতায় জড়িয়ে ওল্টানো সিংহাসন।
নির্দয় নখরের রাজত্ব।
ঢালুতে নোঙর-ফেলা বায়ুঝড়।
স্তব্ধগতি আশমানী রঙের জলপ্রপাত।
ঘুমকাতুরেদের পিতৃশাসিত ঘণ্টা।
পরাভূত তুষার সমূহের শৃঙ্খল।
প্রস্তর মূর্তিতে হেলান-দেওয়া লৌহ।
অগম্য, অবরুদ্ধ ঝঞ্ঝা।
পুমা বেড়ালের হাত, রক্তপিপাসু শিলা।
ছায়াময় মিনার, তুষারময় আলাপ।
আঙুলে আর শিকড়ে উদ্ধৃত রাত্রি।
কুহেলির বাতায়ন, শিলীভূত বনকপোত।
নৈশ লতাগুল্ম, বজ্রের প্রস্তর মূর্তি।
অপরিহার্য গিরিশ্রেণীবিন্যাস, সামুদ্রিক ছাদ।
হৃত ঈগলের স্থাপত্যশিল্প।
আকাশ-দড়ি, পাহাড়ী মধুমক্ষিকা।
রক্তমাখানো বিমান, বিনির্মিত নক্ষত্র।
খনিজ বুদ্বুদ, ফটিক চাঁদ।

BANGLADARSHAN.COM

আন্দেয়াসের সরীসৃপ, পারিজাত ভুরু।
নৈঃশব্দ্যের গম্বুজ, বিশুদ্ধ পিতৃভূমি।
সাগরের নববধূ, ক্যাথিড্রাল বৃক্ষ।
লবণ-শাখা, কৃষ্ণ-পক্ষ চেরী গাছ।
তুষারাবৃত দাঁত, হিম বজ্র।
নখরাহত চাঁদ, মারমুখী পাথর।
ঠাণ্ডা চুলের গুচ্ছ, বাতাসের ক্রিয়াকলাপ।
রজত ঢেউ, সময়ের নিশানা।

১০

পাথরের ওপর পাথর: মানুষ, কোথায় সে ছিল?
বায়ুর ওপর বায়ু; মানুষ, কোথায় সে ছিল?
সময়ের ওপর সময়; মানুষ, কোথায় সে ছিল?
তুমিও কি তখন ছিলে, নিষ্পত্তিহীন মানুষের,
ফাঁপা ঈগলের ছোট্ট ভগ্নাংশ,
যা আজকের রাস্তা দিয়ে পায়ের চিহ্ন ফেলে,
মৃত শরতের পত্রাবলী নিয়ে
কবর অবধি আত্মাকে মাড়িয়ে চলে যায়?
হায় রে হস্ত, পদ, হায় জীবন...
যার জট খোলা হয় নি সেই আলোর দিনগুলো
তোমার ওপর পড়েছে বৃষ্টির মতন
উৎসবের বান্দেরিলার ওপর, তারা কি
তাদের দুর্জ্ঞেয় খাবার একটির পর একটি পাঁপ্‌ড়ি ধ'রে ধ'রে
তোমার শূন্য হামুখের মধ্যে ফেলে দিয়েছে?
ক্ষুধা, মানুষের প্রবাল,
ক্ষুধা, নিহিত গাছ, কাঠুরিয়ার বৃক্ষমূল,
হে ক্ষুধা, তোমার খাঁজকাটা শৈলশিরা কি
উঁচু উঁচু এইসব পড়ন্ত মিনার অবধি উঠেছিল?

সড়ক পরিবহণের লবণ, আমি তোমাকে প্রশ্ন করছি,
আমাকে দেখাও চামচ, স্থাপত্যবিদ্যা, আমাকে একটা লাঠি দিয়ে
তোমার পাথরের পুংকেশগুলো খাবলে নিতে দাও,

BANGLADARSHAN.COM

বায়ুমণ্ডলের সমস্ত ধাপ পেরিয়ে শূন্যতায় উঠে যেতে দাও,
তোমার অস্ত্র চাঁছতে চাঁছতে শেষ পর্যন্ত মানুষ পৌঁছুতে দাও।

মাক্‌চু পিক্‌চু, তুমি কি পেতেছিলে
পাথরের ওপর পাথর, আর একেবারে গোড়ায়, একটা ছেঁড়া কাপড়?
কয়লার ওপর কয়লা, আর সবার নিচে, একফোঁটা চোখের জল?
সোনার ওপর আগুন, আর তার ভেতরে কম্পমান,
রক্তের লাল বৃষ্টিবিন্দু?
যে ক্রীতদাসকে কবর দিয়েছিলে আমায় তাকে ফিরিয়ে দাও।
মাটির গলায় পা দিয়ে বার ক'রে আনো দুর্ভাগাদের
কষ্টার্জিত রুটি, আমাকে দেখাও
ভূমিদাসের পরনের কাপড় আর তার জানলা।
বেঁচে থাকতে সে কেমন ক'রে ঘুমোত আমাকে বলো।
আমাকে বলো তার তন্দ্রার মধ্যে ফ্যাঁসফেঁসে শব্দ হত কিনা,
অর্ধেক হা ক'রে, যেন ক্লান্তিতে দেয়ালের গায়ে
একটা কালো ফুটো।
দেয়াল, সেই দেয়াল! আমাকে বলো মেঝের প্রত্যেকটা পাথর
তার ঘুমের ওপর ভার চাপাত কিনা, আর তার নিচে সে পড়ে
থাকত কিনা,
যেন কোনো চাঁদের নিচে থাকার মতন, মৃত্যুতুল্য ঘুমে।
হে প্রাচীন আমেরিকা, হে নিমগ্ন নববধূ,
তোমার আঙুল ও অরণ্য থেকে উত্থিত হয়ে
দেবতাদের খাড়া শূন্যতার অভিমুখ,
আলো আর মহিমার মাঙ্গলিক ধ্বজার নিচে,
দামামা আর বর্শার বজ্রনিনাদে মিশে,
তোমার আঙুলও কি, যে আঙুল
তুলে এনে লাগিয়েছে নির্বন্তুক গোলাপ, রূপরেখায়িত শীতলতা,
নতুন শস্যদানার রসের ছোপ লাগা বুক, যে পর্যন্ত
বিচ্ছুরিত পদার্থের ঊর্ণা, চিড়-ধরা পাথর,
তুমিও, নিমগ্ন আমেরিকা, তুমিও কি
অন্ত্রের অন্ততরতম তিক্ততায়, ঈগলের মত,

BANGLADARSHAN.COM

ধারণ করো ক্ষুধা?

১১

ধোঁয়াটে জাঁকজমকের ভেতর দিয়ে,
পাথুরে রাত্রির ভেতর দিয়ে, আমাকে ঢোকাতে দাও আমার হাত
আর হাজার বছর ধ'রে বন্দী একটি পাখির মত
যে বিস্তৃত তার প্রাচীন হৃৎপিণ্ড
আমার মধ্যে স্পন্দমান হোক।
আমি যেন ভুলে যাই আজ সাগরের চেয়েও উদার এই আনন্দ
কেননা, মানুষের বিস্তার সাগর আর তার দ্বীপপুঞ্জের চেয়েও বেশি,
আর মাটি খুঁড়ে নলকূপের মত তাকে বসাতে হয়,
ভূগর্ভ থেকে তবে উঠে আসে নিহিত জলের,
মগ্ন সত্যের একটি শাখা।
প্রস্তর প্রস্তর, আমাকে ভুলে যেতে দাও তোমার শক্তিশালী অনুপাত,
তোমার সীমা-ছাড়ানো পরিমাপ, তোমার বহুছিদ্র পাথর,
আর আজ আমার হাত পিছলে গিয়ে পড়ুক জ্যামিতির বর্গক্ষেত্রে,
তার মর্মযাতনাকর রক্ত আর যমদণ্ডের অতিভূজে।
যখন, লাল গুবরের পাখার তৈরি ঘোড়ার নালের মত, প্রচণ্ড
রামশকুন তার ওড়ার ছন্দে আমার বুকে ঘা দেয়
আর সেই গৃধ্নু পাখার ঝড়
ঝেঁটিয়ে নিয়ে যায় কোনাকুনি সিঁড়ির থমথমে ধুলো,
আমি যখন দ্রুতগতি হিংস্র পাখিকে দেখি না,
দেখি না তার বক্রনখরের অন্ধ আবর্তন,
আমি দেখি পুরাকালের লোক, ভৃত্য, মাঠে
ঘুমন্ত, আমি দেখি একটি শরীর, হাজারটা শরীর,
একজন মানুষ, হাজারটা নারী,
জলে আর রাত্রিতে বর্ণ কালি হওয়া, কালো হওয়ার নিচে,
গুরুভার প্রস্তরমূর্তির পাশে:
হুয়ান শিল কাটা, উইরাকোচার বেটা,
হুয়ান পান্তা-খোর শ্যাম তারার বেটা,
হুয়ান খালি-পা, নীলকান্তমণির নাতি,
ওঠো, আমার সঙ্গে ভূমিষ্ঠ হও, ভাই

BANGLADARSHAN.COM

ওঠো, আমার সঙ্গে ভূমিষ্ঠ হও, ভাই।

তোমার দূরবিক্ষিপ্ত দুঃখের গভীর অঞ্চল থেকে
আমাকে তোমার হাত দাও।
শিলাপুঞ্জের নিচে থেকে তুমি আর ফিরবে না।
মৃদ্‌গত সময় থেকে তুমি আর ফিরবে না।

তোমার প্রস্তরকঠিন কণ্ঠস্বর আর ফিরে আসবে না।
তোমার ভাসা ভাসা চোখ আর ফিরে আসবে না।

মাটির অন্তর্দেশ থেকে আমার দিকে তাকাও,
হেলে, তাঁতী, নির্বাক রাখাল:
সাথী গুয়ানাকোদের পোষ-মানানো বিষাদ:
বেপরোয়া ভারা বাঁধার রাজমজুর:
আন্দেয়াসের জল-চোখে ভিস্তিওয়ালা:
আঙুল ছেঁচে যাওয়া জহুরী:
বীজের মধ্যে বুক-দুর-দুর চাষী
ছড়ানো কাদামাটির মধ্যে তুমি কুমোর:
নতুন জীবনের এই পেয়ালায়
তোমাদের মাটি-দেওয়া পুরনো দুঃখশোকগুলো নিয়ে এসো।
আমাকে দেখাও তোমাদের রক্ত আর জরাচিহ্ন,
আমাকে বলো: এইখানে আমাকে সাজা দেওয়া হয়েছিল,
কেননা জহরতের চেতনাই ফোটে নি অথবা জমি থেকে
ঠিক সময়ে জহরত অথবা জমির ফসল মেলে নি,
আমাকে দেখিয়ে দাও ঠিক কোন্ পাথরটার ওপর তুমি পড়ে
গিয়েছিলে!
আর কোন্ বনে তোমাকে ক্রুশকাঠে গেঁথে মারা হয়েছিল,
আমাকে তুমি আবার জ্বেলে দাও সেকেলে চকমকি,
পুরনো হাতবাতি, হাঁ-হওয়া ক্ষতমুখে
শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ'রে এঁটে বসা চাবুকগুলো,
আর জেল্লাদের রক্তাক্ত কুঠারগুলো।
আমি এসেছি তোমাদের মৃত মুখের ভেতর দিয়ে কথা বলতে।

BANGLADARSHAN.COM

মাটির এ-মুড়ো থেকে ও-মুড়ো
সমস্ত বিক্ষিপ্ত নির্বাক ওষ্ঠাধর জোড়া দাও
আর আমাকে নিচে থেকে বলো, সারাটা রাত ধ'রে
যেন আমি তোমাদের মধ্যে নোঙরে বাঁধা রয়েছি,
আমাকে সব কিছু বলো, একটার পর একটা শেকল ধ'রে ধ'রে,
শেকলের গাঁটগুলো ধ'রে ধ'রে, ধাপের পর ধাপ,
তোমাদের রাখা ছুরিগুলোতে ধার দাও,
আমার বুকে, আমার হাতে স্থাপন করো,
যেন হলুদ আলোর অনেক ছটার একটি নদী,
যেন মাটি চাপা পড়া বহু বাঘের একটি নদী
আর আমাকে কেঁদে ভাসাতে দাও, ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন,
বছরের পর বছর,
অন্ধ যুগের পর যুগ, নাক্ষত্র শতাব্দীর পর শতাব্দী।

দাও আমাকে নৈঃশব্দ্য, জল, আশা।

BANGLADARSHAN.COM

দাও আমাকে সংগ্রাম, লৌহ, আগ্নেয়গিরি।

দেহগুলো, আমাকে আঁক্‌ড়ে থাকো, চুম্বকের মত।

আশ্রয় নাও আমার ধমনীতে আর আমার মুখগহ্বরে।

কথা বলো আমার শব্দাবলী আর আমার রক্তের ভেতর দিয়ে॥

এক রমণীদেহ

রমণীর দেহকায়, ধবল পাহাড়, শ্বেত ঊরু,
পৃথিবীসদৃশ তুমি, শুয়ে আত্মদানের ভঙ্গিতে।
তোমাতে কর্ষণ করছে বন্য চাষী আমার শরীর
মাটির গভীর থেকে যাতে লাফ দিয়ে ওঠে শিশু।

কোটরের মত একা ফেলে রেখে পালাত পাখিরা।
আমাকে ভাসাত রাত্রি, আক্রমণে মাড়াত দুপায়ে,
বাঁচাতে নিজেকে শেষে অস্ত্র ক'রে তুলেছি তোমাকে
আমার ধনুকে তুমি বাণ আর কোদণ্ডে বর্তুল।

ঘনাল প্রহর, নেব শোধবোধ, প্রেয়সী আমার।
দামের, চর্মের দেহ, ব্যগ্র দৃঢ় দুগ্ধের শরীর
ও বুকের পানপাত্র! ও অবর্তমানতার চোখ!
ও গোলাপ জঘনের! কণ্ঠস্বর মৃদু ও ব্যথিত।

BANGLADARSHAN.COM

হে আমার নারীদেহ, আছি লগ্ন অনুগ্রহ পেলে
অসীম পিপাসা, ইচ্ছা, দ্বিধাদীর্ণ আমার এ পথ।
অন্ধকার নদীখাতে চিরন্তন তৃষা যায় বয়ে
অতঃপর নামে ক্লান্তি, সঙ্গে আনে অন্তহীন ব্যথা॥

মাটির স্বর্গে

শুচিশুভ্র একটি মেয়ের পাশে আজকে শুয়ে ছিলাম
যেন ধবল পারাবারের সংলগ্ন বেলাভূমিতে,
জ্বলন্ত এক নক্ষত্রের কেন্দ্রস্থলে
মন্থর ঠাঁই।

দীর্ঘায়িত সবুজ তার চাহনি থেকে
ঝরে পড়েছে আলো শুক্‌নো জলের মতন,
তরুণ তাজা প্রাণশক্তির স্বচ্ছ এবং
গভীর বৃত্তে।

তার বক্ষ হুবহু দুই শিখার আগুন
উত্তোলিত দুই এলাকায় প্রজ্বলিত,
বুকে দ্বিগুণ নদীর নাগাল উদার অবাধ
পায়ের পাতায়।

BANGLADARSHAN.COM

জলে হাওয়ায় ধরাচ্ছে রং, পাকাচ্ছে রস
সারা অঙ্গে তার আহ্নিক দ্রাঘিমারেখা
ভরিয়ে দেয় দূরপ্রসারী ফল এবং
জাদুর আগুন॥

॥সমাপ্ত॥